

আলালের ঘরের দুলাল



মদ খাওয়া বড় দায়জাত থাকার কিউপায়” “রামারঞ্জিকা”
”কৃষিপাঠ” “গীতাকুর” ও যৎকিঞ্চিৎের রচয়িতা

শ্রীযুক্ত টেকচাদঠাকুর কর্তৃক বিরচিত ।



Published by

porua.org

PREFACE.

আলালের ঘরের দুলাল ।

BY

TEK CHAND THACKOOR.

ভূমিকা ।

অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাস পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যেস্থলে এতদেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি পাঠ করিলেই প্রকাশ হইবে। এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য্য সন্দোষ লইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন! গ্রন্থের নিষ্পত্তি দেখিলেই গল্পসকলের আভাস ও অন্যান্য প্রকরণ জানা যাইবে। পুস্তকের মূল্য ৯০ নগদ।

নিঘণ্ট

১ বাবুরাম বাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষা,	১
২ মতিলালের ইংরাজি শিখিবার উদ্যোগ ও বাবুরাম বাবুর বালিতে গমন,	৬
৩ মতিলালের বালিতে আগমন ও তথায় লীলাখেলা পরে ইংরাজী শিক্ষার্থ বহুবাজারে অবস্থিতি,	১০
৪ কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিবরণ, শিশু শিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া পুলিশে আনীত হওন,	১৬
৫ বাবুরাম বাবুর নিকট সংবাদ দেওনার্থ প্রেমনারায়ণকে প্রেরণ; বাবুরামের সভা বর্ণন, ঠকচাচার পরিচয়, বাবুরামের স্ত্রীর সহিত কথোপকথন, কলিকাতায় আগমন—প্রভাত কালীন কলিকাতার বর্ণন, বাঙ্গুরামের বাটীতে বাবুরামের গমন, তথায় আত্মীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও মতিলাল সংক্রান্ত কথোপকথন,	২৩
৬ মতিলালের মাতার চিত্রা, ভগিনীদ্বয়ের কথোপকথন, বেণী ও বেচারাম বাবুর নীতি বিষয়ে কথোপকথন ও বরদাপ্রসাদ বাবুর পরিচয়,	৩২
৭ কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, জস্টিস অব পিস নিয়োগ, পুলিশ বর্ণন, মতিলালের পুলিশে বিচার ও খালাস, বাবুরাম বাবুর পুত্র লইয়া বৈদ্যবাটী গমন, ঝড়ের উত্থান ও নৌকা জলমগ্ন হওনের আশঙ্কা,	৪১

- ৮ উকিল বটলর সাহেবের আপিস—বৈদ্যবাটীর বাটীতে কর্তার
জন্য ভাবনা, বাঞ্ছারামবাবুর তথায় গমন ও বিষাদ, বাবুরামবাবুর
সংবাদ ও আগমন, ৫০
- ৯ শিশু শিক্ষা—সুশিক্ষা না হওয়াতে মতিলালের ক্রমে মন্দ
হওন ও অনেক সঙ্গি পাইয়া বাবু হইয়া উঠন এবং ভদ্র কন্যার
প্রতি অত্যাচার করণ, ৫৭
- ১০ বৈদ্যবাটীর বাজার বর্ণন, বেচারাম বাবুর আগমন, বাবুরাম বাবুর
সভায় মতিলালের বিবাহের ঘোঁট ও বিবাহ করণার্থে
মণিরামপুরে যাত্রা এবং তথায় গোলযোগ, ৬৪
- ১১ মতিলালের বিবাহ উপলক্ষে কবিতা ও আগরপাড়ার
অধ্যাপকদিগের বাদানুবাদ, ৭০
- ১২ বেচারামবাবুর নিকট বেণী বাবুর গমন, মতিলালের ভ্রাতা
রামলালের উত্তম চরিত্র হওনের কারণ বরদাপ্রসাদ বাবুর প্রসঙ্গ
—মন শোধনের উপায়, ৭৫
- ১৩ বরদাপ্রসাদ বাবুর উপদেশ দেওন—তাহার বিজ্ঞতা ও ধর্ম
নিষ্ঠা এবং সুশিক্ষার প্রণালী। তাহার নিকট রামলালের
উপদেশ, তজ্জন্য রামলালের পিতার ভাবনা ও ঠকচাচার
সহিত পরামর্শ। রামলালের গুণ বিষয়ে মতান্তর ও তাহার বড়
ভগিনীর পীড়া ও বিয়োগ, ৮১
- ১৪ মতিলাল ও তাহার দলবল এক জন কবিরাজ লইয়া তামাস
ফষ্টিকরণ, রামলালের সহিত বরদাপ্রসাদ বাবুর দেশ ভ্রমণের
ফলের কথা, হুগলি হইতে গুমখুনির পরওয়ানা ও বরদাবাবু
প্রভৃতির তথায় গমন, ৮৮
- ১৫ হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারি বর্ণন, বরদাবাবু, রামলাল
ও বেণী বাবুর সহিত ঠকচাচার সাক্ষাত, সাহেবের
আগমন ও তজবিজ আরম্ভ এবং বরদা বাবুর
খালাস, ৯৬

- ১৬ ঠকচাচার বাটীতে ঠকচাচীর নিকট পরিচয় দান ও তাহাদিগের
কথোপকথন, তন্মধ্যে বাবুরামবাবুর ডাক ও তাঁহার সহিত বিষয়
রক্ষার পরামর্শ, ১০১
- ১৭ নাপিত ও নাগেনীর কথোপকথন, বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয়
বিবাহকরণের বিচার ও পরে গমন, ১০৪
- ১৮ মতিলালের দলবল শুদ্ধ বুড়া মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎ ও
তাহার প্রমুখাৎ বাবুরাম বাবুর দ্বিতীয় বিবাহের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে
কবিতা, ১০৮
- ১৯ বেণীবাবুর আলয়ে বেচারাম বাবুর গমন, বাবুরাম বাবুর পীড়া ও
গঙ্গাযাত্রা, বরদা বাবুর সহিত কথোপকথনান্তর তাঁহার মৃত্যু, ১১৩
- ২০ মতিলালের যুক্তি, বাবুরাম বাবুর শ্রাদ্ধের ঘোঁট, বাঞ্ছারাম ও
ঠকচাচার অধ্যক্ষতা, শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের বাদানুবাদ ও
গোলযোগ, ১১৯
- ২১ মতিলালের গদিপ্রাপ্তি ও বাবুয়ান, মাতার প্রতি কুব্যবহার,
মাতা ও ভগিনীর বাটী হইতে গমন ও ভ্রাতাকে বাটীতে
আসিতে বারণ ও তাহার অন্য দেশে গমন, ১২৭
- ২২ বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচা মতিলালকে সওদাগরি কস্ম করিতে
পরামর্শ দেন, মতিলাল দিন দেখাইবার জন্য তর্কসিদ্ধান্তের নিকট
মানগোবিন্দকে পাঠান, পরদিবস রাহি হইল ও ধনামালার সহিত
গঙ্গাতে বকাবকি করেন, ১৩১
- ২৩ মতিলাল দলবল সমেত সোনাগাজিতে আইসেন, সেখান
হইতে এক জন গুরুমহাশয়কে তাড়ান, বাবুয়ানা বাড়াবাড়ি হয়,
পরে সৌদাগরি করিয়া দেনার ভয়ে প্রস্থান করেন, ১৩৬
- ২৪ শুদ্ধ চিত্তের কথা, ঠকচাচার জাল করণ জন্য গেরেগুয়ারি,
বরদাবাবুর দুঃখ, মতিলালের ভয়, বেচারাম ও বাঞ্ছারাম উভয়ের
সাক্ষাৎ ও কথোপকথন, ১৪৪

- ২৫ মতিলালের দলবল সহিত যশোহর জমিদারিতে গমন,
জমিদারি কৰ্ম্ম করণের বিবরণ, নীলকরের সঙ্গে দাঙ্গা ও বিচারে
নীলকরের খালাস, ১৫১
- ২৬ ঠকচাচার বেনিগারদে নিদ্রাবস্থায় আপনার কথা আপনিই
ব্যক্তকরণ, পুলিশে বাঞ্ছারাম ও বটলরের সহিত সাক্ষাৎ,
মকদ্দমা বড়ো আদালতে চালান, ঠকচাচার জেলে কয়েদ,
জেলেতে তাহার সহিত অন্যান্য কয়েদির কথাবার্তা ও তাহার
খাবার অপহরণ, ১৫৮
- ২৭ বাদার প্রজার বিবরণ, বাহুল্যের বৃত্তান্ত ও গ্রেপ্তারি, গাড়িচাপা
লোকের প্রতি বরদা বাবুর সতত, বড় আদালতে ফৌজদারী
মকদ্দমা করণের ধার, বাঞ্ছারামের দৌড়াদৌড়ি, ঠকচাচা ও
বাহুল্যের বিচার ও সাজার হুকুম, ১৬৪
- ২৮ বেণীবাবু ও বেচারামবাবুর নিকট বরদা বাবুর সততা ও
কাতরতা প্রকাশ, এবং ঠকচাচা ও বাহুল্যের কথোপকথন, ১৭৩
- ২৯ বৈদ্যবাটীর বাটী দখল লওন, বাঞ্ছারামের কুব্যবহার,
পরিবারদিগের দুঃখ ও বাটী হইতে বহিষ্কৃত হওন—বরদাবাবুর
দয়া, ১৭৮
- ৩০ মতিলালের বারানসী গমন ও সংসঙ্গ লাভে চিত্তশোধন।
তাহার মাতা ও ভগনীর দুঃখ, রামলাল ও বরদাবাবুর সহিত
সাক্ষাৎ, পরে তাহাদের মতিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পথে ভয় ও
বৈদ্যবাটীতে প্রত্যাগমন, ১৮৩
-

আলালের ঘরের দুলাল



১ বাবুরামবাবুর পরিচয়—মতিলালের বাঙ্গালা

সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা।



বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন। তিনি মাল ও ফৌজদারী আদালতে অনেক কৰ্ম করিয়া বিখ্যাত হন। কৰ্ম কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উৎকোচাদি গ্রহণ না করিয়া যথার্থ পথে চলা বড় প্রাচীন প্রথা ছিল না—বাবুরাম সেই প্রথানুসারেই চলিতেন। একে কৰ্মে পটু—তাতে তোষামোদ ও কৃতাজ্জলি দ্বারা সাহেব শুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক গৌরব হয় না। বাবুরাম বাবুর অবস্থা পূর্বে বড় মন্দ ছিল, তৎকালে গ্রামে কেবল দুই এক ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্ব করিত। পরে তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাগ-বাগিচা, তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি হওয়াতে অনুগত ও অমাত্য বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অসংখ্য হইল। অবকাশ কালে বাটীতে আসিলে তাঁহার বৈঠকখানা লোকারণ্য হইত, যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয় তেমন ধনের আমাদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়। বাবুরাম বাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড়, কি ছোট, সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু-নিচু বলিত। এইরূপে কিছু কাল যাপন করিয়া বাবুরাম বাবু পেন্সন লইলেন ও আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারী ও সওদাগরী কৰ্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

লোকের সৰ্ব্ব প্রকারে সুখ প্রায় হয় না ও সৰ্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাবুরাম বাবু কেবল ধন উপার্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয়-বিভব বাড়িবে—কি প্রকারে দশজন লোক জানিবে—কি প্রকারে গ্রামস্থ লোক-সকল করজোড়ে থাকিবে—কি প্রকারে ক্রিয়াকাণ্ড সর্বোত্তম হইবে—এই সকল বিষয় সৰ্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। বাবুরাম বাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতিরক্ষার্থ কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটীর শ্বশুর বাটীতে উঁকিও মারিত না। পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সৰ্বদাই বাইন করিত—

কখন বলিত বাবা চাঁদ ধরিব—কখন বলিত বাবা তোপ খাব। যখন চিৎকার করিয়া কাদিতে আরম্ভ করিত নিকটস্থ সকল লোক বলিত ঐ বান্কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমানো ভার। বালকটি পিতা-মাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। প্রথমৎ গুরু মহাশয়ের নিকটে গেলে মতিলাল আঁ আঁ করিয়া কাদিয়া তাঁহাকে আঁচড় ও কামড় দিত—গুরুমহাশয় কর্তার নিকট গিয়া বলিতেন, মহাশয়! আপনার পুত্রকে শিক্ষা করানো আমার কৰ্ম্ম নয়। কর্তা প্রত্যুত্তর দিতেন—ও আমার সবেধন নীলমণি—ডুলাইয়া-টুলাইয়া গায় হাত বুলাইয়া শেখাও। পরে বিস্তর কৌশলে মতিলাল পাঠশালায় আসিতে আরম্ভ করিল। গুরুমহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দিয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুলছেন ও বলছেন “ল্যাখ রে ল্যাখ”। মতিলাল ঐ অবকাশে উঠিয়া তাঁহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর নাচ্ছে—গুরুমহাশয়ের নাক ডাকিতেছে—শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই জানেন না। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত। সন্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে মতিলাল গোলে হরিবোল দিত—কেবল গন্ডার এন্ডা ও বুড়িকা ও পণিকার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাঁকি সিদ্ধান্ত করিত,—মধ্যেৎ গুরুমহাশয় নিদ্রিত হইলে তাঁহার নাকে কাটি দিয়া ও কোঁচার উপর জলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া তীরের ন্যায় প্রস্থান করিত। আর আহারের সময় চুনের জল ঘোল বলিয়া অন্য লোকের হাত দিয়া পান করাইত। গুরুমহাশয় দেখিলেন বালকটি অতিশয় ত্রিপন্ড, মা সরস্বতীকে একবারে জলপান করিয়া বসিল, অতএব মনে করিলেন যদি এত বেদ্রাঘাতে সুযুত না হইল, কেবল গুরুমহাশয় বিদ্যাই শিক্ষা করিল তবে এমত শিষ্যের হাত হইতে স্বরায় মুক্ত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু কর্তা ছাড়েন না অতএব কৌশল করিতে হইল। বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভাল, ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোষাক—উপরি লাভের মধ্যে তালপাত কলাপাত ও কাগজ ধরিবার কালে এক২ টা সিধে ও এক২ জোড়া কাপড় মাত্র, কিন্তু বাজার সরকারি কস্মে ন্যিত্য কাঁচা কড়ি। এই বিবেচনা করিয়া কর্তার নিকট গিয়া কহিলেন মতিবাবুর কলাপাত ও কাগজ লেখা শেষ হইয়াছে এবং এক প্রস্থ জমিদারী কাগজও লেখান গিয়াছে। বাবুরাম বাবু এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন, নিকটস্থ পারিষদেরা বলিল না হবে কেন! সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে?

পরে বাবুরাম বাবু বিবেচনা করিলেন ব্যাকরণাদি ও কিঞ্চিৎ পার্সি শিক্ষা করান আবশ্যিক। এই স্থির করিয়া বাটীর পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন হে তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়া শুনা আছে? পূজারী ব্রাহ্মণ গন্ডমুখ—মনে করিল যে-চাউল কলা পাই তাতে তো কিছুই আঁটে

না—এত দিনের পর বুঝি কিছু প্রাপ্তির পন্থা হইল, এই ভাবিয়া প্রত্যুত্তর করিল আজে হাঁ? আমি কুনুইমোড়ার ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্তবাগীশের টোলে ব্যাকরণাদি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করি কপাল মন্দ, পড়া শুন্য দরুন কিছুই লাভভাব হয় না, কেবল আদা জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি। বাবুরাম বাবু বলিলেন তুমি অদ্যাবধি আমার পুত্রকে ব্যাকরণ শিক্ষা করাও। পূজারী ব্রাহ্মণ আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দুই-এক পাত শিক্ষা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। মতিলাল মনে করিলেন গুরুমহাশয়ের হাত হইতে তো মুক্ত হইয়াছি এখন এ বেটা চাউলকলা খেকো বামুনকে কেমন করিয়া তাড়াই? আমি বাপ মার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমাকে কিছুই বলিবেন না—লেখা পড়া শেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল। আর যদি লেখা পড়া শিখিব তবে আমার এয়ারবক্সিদিগের দশা কি হইবে? আমোদ করিবার এই সময়,—এখন কি লেখা-পড়ার যন্ত্রণা ভালো লাগে?

মতিলাল এই স্থির করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে বলিল অরে বামুন, তুই যদি হ, য, ব, র, ল, শিখাইতে আমার নিকট আর আসবি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারঞ্চি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। পূজারী ব্রাহ্মণ হ, য, ব, র, ল, প্রসাদাং ক্ষণেক কাল হ, য, ব, র, ল, হইয়া থাকিলেন পরে আপনা আপনি বিচার করিলেন—ছয় মাস প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও হস্তগত হয় নাই, আবার “লাভঃ পরং গোবধঃ”—প্রাণ নিয়া টানাটানি—এক্ষণে ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। পূজারী ব্রাহ্মণ যৎকালে এই সকল পর্যালোচনা করিতেছিলেন মতিলাল তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া বলিল—বড় যে বসে বসে ভাবচিস্? টাকা চাই? এই নে—কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্গে আমি সব শিখেছি। পূজারী ব্রাহ্মণ কর্তার নিকট গিয়া বলিল মহাশয় মতিলাল সামান্য বালক নহে—তাহার অসাধারণ মেধা, যাহা একবার শুনে তাহাই মনে করিয়া রখে। বাবুরাম বাবুর নিকট একজন আচার্য্য ছিল—বলিল, মতিলালের পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উটী ক্ষণজন্মা ছেলে, বেঁচে থাকিলে দিক্‌পাল হইবে।

অনন্তর পুত্রকে পার্সি পড়াইবার জন্য বাবুরাম বাবু একজন মুন্সি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর আলাদি দরজির নানা হবিবলহোশেন তেল কাঠ ও ১৥০ টাকা মাহিনাতে নিযুক্ত হইল। মুন্সি সাহেবের দত্ত নাই, পাকা দাড়ি, শনের ন্যায় গোঁপ, শিখাইবার সময় চক্ষু রাঙ্গা করেন ও বলেন, “আরে বে পড়” ও কাফ্‌গাফ্‌ আয়েন্‌ গায়েন্‌ উচ্চারণে তাঁহার বদন সর্বদা বিকট হয়। একে বিদ্যা শিক্ষাতে কিছু অনুরাগ নাই

তাতে ঐক্লপ শিক্ষক অতএব মতিলালের পার্সি পড়াতে ঐক্লপ ফল
হইল। এক দিবস মুন্সি সাহেব হেঁট হইয়া কেতার দেখিতেছেন ও হাথ নেড়ে
সুর করিয়া মস্নবির বয়েত্ পড়িতেছেন ইত্যবসরে মতিলাল পিছন দিগ্
দিয়া একখান জ্বলন্ত টিকে দাড়ির উপর ফেলিয়া দিল তৎক্ষণাৎ দাওত্
করিয়া দাড়ি জ্বলিয়া উঠিল। মতিলাল বলিল কেমন রে বেটা শোর থেকো
নেড়ে আর আমাকে পড়াবি? মুন্সি সাহেব দাড়ি ঝাড়িতে২ ও তোবা২
বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন এবং জ্বালার চোটে চীৎকার করিয়া
কহিলেন এস্ মাফিক বেতমিজ আওর বদ্জাৎ লেড়কা কবি দেখা নাই—
এস্ কামেস মুন্সমে চাস কর্ণা আচ্ছি হ্যায়। এস্ জেগে আনা বি হারাম হ্যায়
—তোবা—তোবা—তোবা!!!
